বীরাঙ্গনা

যুদ্ধকালীন ধর্ষণের নীতিসম্মত সাক্ষ্য-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে

নয়নিকা মুখার্জী
ও
নাজমুন নাহার কেয়া

এই সচিত্র কাহিনী বা গ্রাফিক নভেলটি অধ্যাপক নয়নিকা মুখার্জীর স্পেক্ট্রাল উন্ড: সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স, পাবলিক মেমোরিজ অ্যান্ড দ্যা বাংলাদেশ ওয়ার অফ ১৯৭১ (২০১৫ ডিউক ইউনিভার্সিটি প্রেস; ২০১৬, জুবান) বইয়ের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে রচিত। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যা সবচেয়ে নজিরবিহীন তা হলো, অন্যান্য যুদ্ধকালীন যৌন সহিংসতার মতো ১৯৭১ সালের যুদ্ধকালীন ধর্ষণ ও সহিংসতার ব্যাপারে কোনো নিরবতা ছিল না। বরং একাত্তরে ধর্ষিত নারীদেরকে সরকার কর্তৃক 'বীরাঙ্গনা' (সাহসী নারী) খেতাবের বিষয়টি জনস্মৃতিতে রয়েছে। জাতিতাত্ত্বিক গবেষণার ধারায় নয়নিকা এই কাজটি করেন যুদ্ধে ধর্ষিত নারী, তাঁদের পরিবার ও সম্প্রদায়ের সাথে; রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, মানবাধিকারকর্মীদের মাঝে; আর পাশাপাশি তিনি আর্কাইভ ঘাটেন, ভিজ্যুয়াল ও সাহিত্যে তাঁদের নানাবিধ উপস্থাপনার পরীক্ষা করেন। সংঘাতকালে সংঘটিত যৌন সহিংসতা বিষয়ে এ যাবতকাল পর্যন্ত করা বেশিরভাগ গবেষণায় শুধুমাত্র সহিংসতার সাক্ষ্য তুলে ধরার উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হয়েছে।

নির্যাতিতের সাথে গবেষণা ও সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে স্পেক্ট্রাল উন্ড বইটি দেখায় যে শুধু যুদ্ধকালীন ধর্ষণের অভিজ্ঞতার উপরে মনোযোগ দেয়ার ফলে:

(১) যেসব পরিস্থিতিতে সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয় সেসবের উপর পর্যাপ্ত দৃষ্টি দেওয়া হয় না।
(২) ফলে, দলিলসমূহকে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে দেখা যায়, সাক্ষ্যগ্রহণকারী (গবেষক, সরকারি কর্মকর্তা, নীতিনির্ধারক, এনজিও প্রতিনিধি, মানবধিকার ও নারীবাদী কর্মী, উকিল, লেখক, সাংবাদিক, প্রামাণ্যচিত্রকার ও আলোকচিত্রী প্রভৃতি) স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মূল সাক্ষ্য বিকৃত হয়ে গেছে।
(৩) এজন্য, সাক্ষ্যদানকারী তার যুদ্ধকালীন নির্যাতনের অভিজ্ঞতা বলার মধ্য দিয়েও আরেক দফা এবং বার বার আক্রান্ত হতে পারে।
(৪) ফলে, সাক্ষ্যদানকারীদের প্রত্যাশা ও বিচার লাভের প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব তৈরি হতে পারে।

কীভাবে উদ্ধৃত করবেন: মুখার্জী, নয়নিকা এবং নাজমুন্নাহার কেয়া। (২০১৯) বীরাঙ্গনা: যুদ্ধকালীন ধর্ষণের নীতিসম্মত সাক্ষ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। ডারহাম: ইউনিভার্সিটি অফ ডারহাম। [অনলাইন] বিনামূল্যে পাওয়া যাবে যেখানে: www.ethical-testimonies-svc.org.uk সর্বশেষ দেখা হয়েছে: যে তারিখে ওয়েবসাইটিতে ঢোকা হয়েছে তা এখানে থাকবে] **নানান সংবেদনশীল এবং নৈতিক বিষয় পালন করে যারা ধর্ষণের সাক্ষ্য নেবার প্রচেষ্টা করবেন (গবেষক, সরকারি কর্মকর্তা, নীতিনির্ধারক, এনজিও প্রতিনিধি, মানবধিকার ও নারীবাদী কর্মী, উকিল, লেখক, সাংবাদিক, প্রামাণ্যচিত্রকার ও আলোকচিত্রী) তারা এই ওয়েবসাইট ব্যবহার করতে পারবেন।**

আরও প্রশ্নের জন্য, মন্তব্য পাঠাতে এবং গ্রাফিক উপন্যাসের মুদ্রিত কপি পেতে যোগাযোগ করুন অধ্যাপক নয়নিকা মুখার্জীর সাথে: ethical.testimonies.svc@durham.ac.uk

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০১৯
প্রকাশক: নোকতাআর্টস, ঢাকা, বাংলাদেশ।

গল্প, গ্রন্থকার ও সংলাপ: নয়নিকা মুখার্জী
সম্পাদকীয় সহযোগিতা: রাশিদা আখতার, অনিতা দত্ত, রায়হানা ফেরদৌস
চিত্রালংকরণ: নাজমুন্নাহার কেয়া

প্রকাশনা পরামর্শক: নোকতাআর্টস
পরিবেশক: বুবুক, ঢাকা, বাংলাদেশ

© ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়
নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ডসন বিল্ডিং
ডারহাম ডিএইচ ১৩এলই, যুক্তরাজ্য

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। বইটির কোনো অংশ কীভাবে ব্যবহার করতে পারেন: এই বইয়ের কোনো অংশ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে (যেমন এমন কোনো প্রকাশনা, সিডি বা ওয়েবসাইটে তুলে দেওয়া যেটি পেতে জনসাধারণকে অর্থ ব্যয় করতে হয়, কিংবা কোনো ব্রডকাস্ট সিরিজ বা চলচ্চিত্র প্রকল্পে) ব্যবহার করতে চাইলে, অনুমতির জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। কোনো অংশ 'ন্যায্যভাবে' বা ফেয়ার ডিলিংয়ের মাধ্যমে ব্যবহার করতে চাইলে (যেমন শিক্ষামূলক কাজে অথবা পাঠদানের উপকরণ হিসেবে) কিংবা কোনো অবাণিজ্যিক প্রকল্পে (যেমন শিক্ষাগত গবেষণা বা প্রদর্শনীতে) কাজে লাগাতে চাইলে, তা করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে ethical-testimonies-svc.org.uk-এর সৌজন্যে বলে উল্লেখ করা উচিত। এই জাতীয় অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য ওয়েবসাইটের অংশ হিসেবে ছবি কাজে লাগাতে পারেন। আলোকচিত্রের স্বত্ব বা কপিরাইট তালিকাভুক্ত ব্যক্তি/সংস্থা কর্তৃক সংরক্ষিত। কোনো আলোকচিত্র পুনরুৎপাদন করতে চাইলে স্বত্বাধিকারীর অনুমোদন দরকার হবে।

আর্কাইভে থাকা কোনো কিছু ব্যবহার করলে ব্যবহার্য বস্তুর উপর আপনার সাবলাইসেন্সিং করার অধিকার জন্মে না। কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা যদি এই বইয়ের কোনো অংশ ব্যবহার করতে চান, তাহলে তার এসব নীতিমালার ব্যাপারে অবগত থাকা উচিত এবং সংশিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে প্রত্যক্ষভাবে কনটেন্ট ব্যবহার করা উচিত।

ঐতিহাসিক ঘটনার উপর ভিত্তি করে এই সচিত্র কাহিনী বা গ্রাফিক নভেলটি রচিত হয়েছে। কোনো ভুল-ত্রুটি থাকলে তা অনিচ্ছাকৃত। অনুগ্রহ করে লেখক ও প্রকাশককে জানাবেন যাতে পুনর্মুদ্রণে তা সংশোধন করা যায়। কপিরাইট সংগ্রহ করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে। যদি কপিরাইট নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে, তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

ছাপা ও বাঁধাই: প্রোগ্রেসিভ প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বাংলাদেশ।

নানী আবারো দুঃস্বপ্ন দেখলো

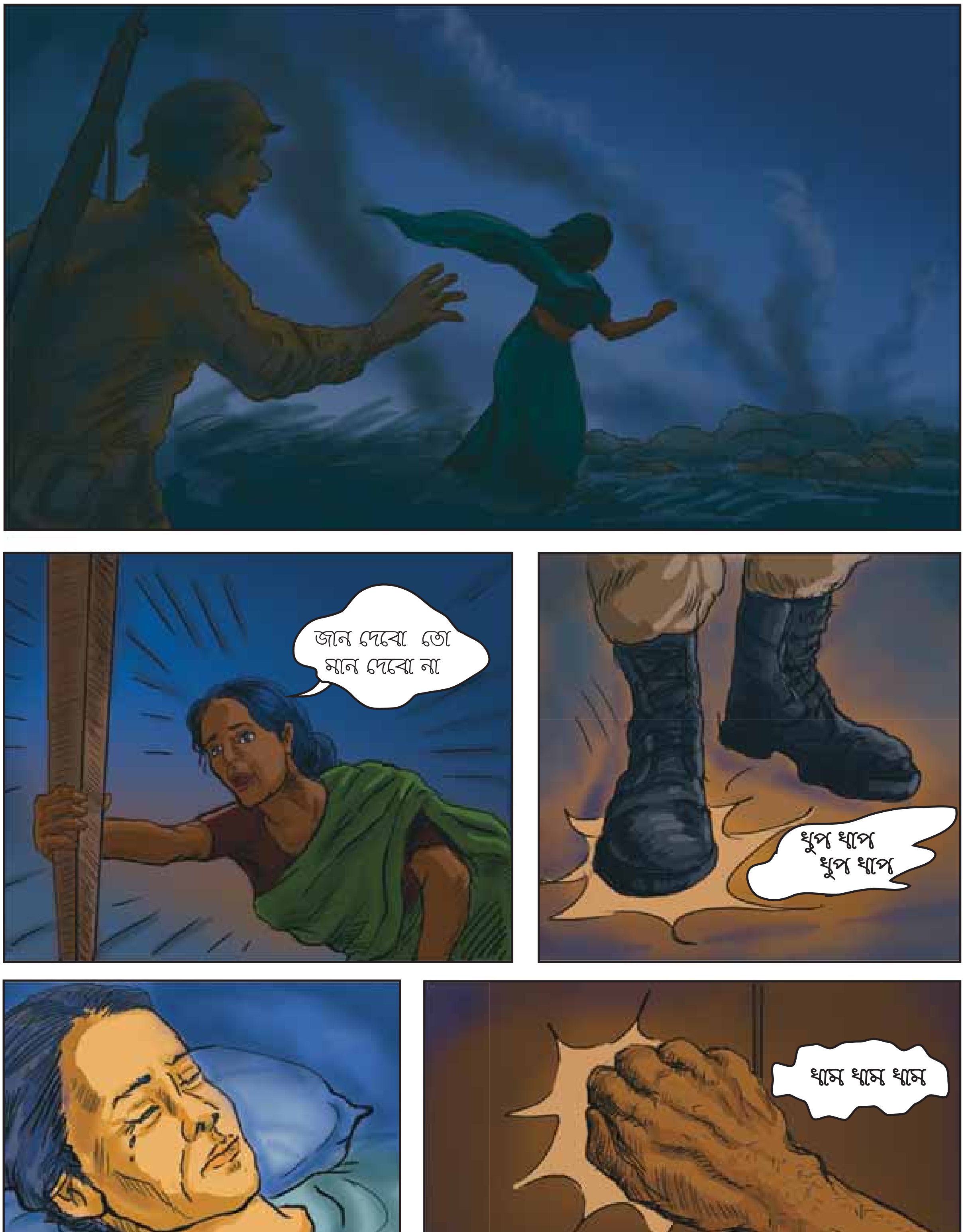

লাবনীর স্কুলের প্রজেক্ট

* বাংলাদেশের মুসলমান পরিবারে ও দক্ষিন এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান পরিবারে মায়ের মাকে নানী বা আদর করে নানু বলে ডাকা হয়।
** লাবণ্যর ছোট নাম লাবনী।

একাত্তরের যুদ্ধে আমাদেরও অনেক ক্ষতি হয়েছিল

৪৭ বছর আগের কথা।
বাংলাদেশ যুদ্ধে ধর্ষিত মহিলাদের সম্মান দেয় ও পুনর্বাসনের চেষ্টা করে।

*২৩/১২/১৯৭১ পূর্বদেশ, ২৩/১২/১৯৭১ দৈনিক ইত্তেফাক

পৃথিবীতে শুধু বাংলাদেশ যুদ্ধে ধর্ষিত নারীদের স্বীকৃতি দিয়েছে।

রশিদ তালুকদারের তোলা ছবি

যুদ্ধ পরবর্তী বীরাঙ্গনাদের কাহিনী পাই গল্প, উপন্যাস, সিনেমা, নাটক ও ছবিতে।

* পৃষ্ঠা ৪০-এ উদ্ধৃত কাজ ও চলচ্চিত্রের সম্পূর্ণ রেফারেন্স দেখুন

হেনা মুক্তিযুদ্ধের কথ্য ইতিহাস ও সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করেছিল।
বীরাঙ্গনারা সবাই আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছেন, মারা যাচ্ছেন।

* মানে মা

একাত্তরের পরে বীরাঙ্গনাদের জীবন সম্বন্ধে প্রচলিত অনুমান।

*নাইব উদ্দিন আহমেদের ছবির থেকে নেয়া

বীরাঙ্গনারা অনেকে তাদের পরিবারের মধ্যে আছে

কয়েকজন বীরাঙ্গনাদের জীবন কাহিনী

ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী: ভাস্কর

একাত্তরের এর যুদ্ধের সময় ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীকে পাকিস্তানি মিলিটারি, বাঙ্গালী সহকর্মীরা অনেক মাস ধরে ধর্ষণ করে। তাকে কাজে অবিরত যেতে হয়েছিল কারণ তার বিধবা মা ও ছোট ভাইবোনদের জীবিকা নির্বাহের দায়িত্ব ছিল তার ওপরে। যুদ্ধের পরে তাকে ভুলভাবে রাজাকার বলে ডাকা হয়, এবং তিনি ও তাঁর মুক্তিযোদ্ধা স্বামী নানা জায়গায় পালিয়ে বেড়ান। ১৯৯৭ সালে উনার মেয়েকে প্রথম জানান নিজের সেই বিভীষিকার কথা। উনি বলতেন: আমি যদি কাউকে অনুমতি না দিই তাহলে আমার আঙ্গুলে হাত দিলে তা জ্বলে উঠবে। শরীরে হাত দিলে কী রকম ভাবে জ্বলবে ভাবো। ওনার ভাস্কর্য দেশের সকলকে অনেক অনুপ্রেরণা দেয়। উনি ২০১৮ সালের মার্চ মাসে মারা যান।

ময়না করিম (ছদ্মনাম): ভুমিহীন গ্রাম্য মহিলা

যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি আর্মি তাঁর ঘরের দরজার সামনে তাকে ধর্ষণ করে। ওরা যখন আসে তখন তিনি মাছ কাটছিলেন। ঘরের খুঁটি ধরে তিনি ভেবেছিলেন, জান দেবো তো মান দেবো না। যুদ্ধের পরে তাঁর স্বামী সংসারে মাছ কাটার ভার নেন। তাঁর ঘরের খুঁটি ধরে ময়না বলেন, এই খুঁটি হচ্ছে আমার ঘটনার সাক্ষী। একে দেখলেই আমার চোখের সামনে ঐদিনের দৃশ্য ফুটে ওঠে। ময়না ১৯৯২ সালে গণ-আদালতে রাজাকারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন। এখন তাঁর ছেলেমেয়ের চাকরির জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছেন।

ছায়া রানী দত্ত (ছদ্মনাম): যৌন কর্মী

যুদ্ধের সময় ছায়ার মা মারা যান। ছায়া একা হয়ে যান। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে স্থানীয় রাজাকার তাঁকে ধর্ষণ করে। ছায়া তাঁর মায়ের কথা ভেবে কষ্ট পান, কারণ তাঁর মনে হয় মা থাকলে এই অবস্থা তাঁর হতো না। যুদ্ধের পরে তিনি আলুর ব্যবসা করেন দীর্ঘদিন এবং পরে নিজেই যৌনকর্মী হয়ে কাজ শুরু করেন। তিনি হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্ম পালন করেন। ধর্ষণের ফলে তাঁর এক মেয়ে হয়। এক যুদ্ধ শিশু, তার বয়স এখন ৪৬ বছর।

শিরিন আহমেদ (ছদ্মনাম): সরকারি চাকরি করতেন

যুদ্ধের সময় তাঁর স্বামীকে পাকিস্তানি আর্মি বেয়োনেট দিয়ে মারে এবং শিরিন তার সাক্ষী। তখন তিনি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। মিলিটারি তাঁকেও ধর্ষণ করে, এবং তিনি তাঁর বাচ্চা হারান। যুদ্ধের পর তিনি এক খালাতো ভাইকে বিয়ে করেন। কিন্তু তাঁর প্রেম প্রথম স্বামীর প্রতি, যার ছবি তিনি বাড়িতে রাখতে পারেন না, দ্বিতীয় স্বামীর কারণে। তাই অফিসের আলমারিতে রেখে দিয়েছিলেন ছবি। কিছু বছর হলো তিনি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন।

*তাদের জীবনের বিস্তারিত বিবরণ দেখুন: মুখার্জী, নয়নিকা, স্পেক্ট্রাল উন্ড: সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স, পাবলিক মেমোরিজ অ্যান্ড দ্যা বাংলাদেশ ওয়ার অফ ১৯৭১। (২০১৫, ডিউক ইউনিভার্সিটি প্রেস; ২০১৬ জুবান)।

মর্জিনা খাতুন (ছদ্মনাম): হাসপাতালের ক্লিনার/পরিচ্ছন্নকর্মী

১৯৭১ সালে মর্জিনার ভাই যুদ্ধ করতে যাচ্ছিলেন। তিনি সদ্য বিয়ে করেছিলেন।

যখন পাকিস্তানি মিলিটারি জিপ তাঁদের বাসায় আসে, ভাইয়ের বউ ও আরেক সুন্দরী বোনকে বাঁচাতে মর্জিনা নিজেকে এগিয়ে দেন।

চার মাস ধরে প্রত্যেক রাতে পাকিস্তানি আর্মির জিপ মর্জিনাকে তুলে নিয়ে যায় ধর্ষণ করতে আর সকালবেলা বাড়িতে ফেরত দিয়ে যায় ।

যুদ্ধের পরে তার প্রতিবেশীরা তাকে রাজাকার বলে। তাই তিনি ঢাকায় গিয়ে কাজ করেন।

তাঁর বিয়ে, বাচ্চা হয়। পরে স্বামীর থেকে আলাদা হয়ে যান। আজ তাঁর ছেলেমেয়ের সরকারি চাকরি আছে। তিনি দীর্ঘদিন সরকারি হাসপাতালে পরিচ্ছন্নকর্মীর কাজ করেন। কিছু দিন হলো অবসর নিয়েছেন।

তাদের জীবনের বিস্তারিত বিবরণ দেখুন: মুখার্জী, নয়নিকা, স্পেক্ট্রাল উন্ড: সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স, পাবলিক মেমোরিজ অ্যান্ড দ্যা বাংলাদেশ ওয়ার অফ ১৯৭১। (২০১৫, ডিউক ইউনিভার্সিটি প্রেস; ২০১৬ জুবান)।

কিভাবে বীরাঙ্গনাদের সাক্ষাৎকার নেবেন?

এই সংবেদনশীল বিষয়ে কাজ করতে একটা সুনির্দিষ্ট নীতিমালার খুবই প্রয়োজন।

সাক্ষ্য প্রক্রিয়ার পূর্বে

নীতি ১: সাক্ষ্য গ্রহণের পূর্বে আপনি কি পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়েছেন?

প্রথমেই বীরাঙ্গনাদের সাক্ষ্য গ্রহনের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে ভাবতে হবে ।

এই জন্য একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ট্রেনিং অপরিহার্য । বীরাঙ্গনাদের মাঝে গবেষণার/বার বার সাক্ষাৎকার দেওয়ার ক্লান্তিও এড়াতে হবে ।

নীতি ২: কার সাক্ষ্য প্রাধান্য পাচ্ছে?

যে বীরঙ্গনা স্বপ্রণোদিত হয়ে আসবেন তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহন করা নৈতিক ।

সাক্ষ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য, তা কী ভাবে ব্যাবহৃত হবে, কে তা পড়বে /শুনবে, সাক্ষ্য দানের পরিণাম- এসব কিছু বীরাঙ্গনাদের সাথে আলোচনা করে নিতে হবে ।

নীতি ৩: গবেষকের/ তথ্য সংগ্রহকারীর নানান অবস্থান (লিঙ্গ, বয়স, বর্গ, অভিজ্ঞতা)

কিভাবে সাক্ষ্য প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে? প্রশ্নগুলি ভেবে চিনতে করতে হবে।

মহিলা হলে বীরাঙ্গনা ও মুক্তিযোদ্ধা- উভয়ের সাথে সাক্ষাৎকার করা যাবে।

সাক্ষ্য প্রক্রিয়ার সময়

নীতি ৪: গবেশনার আগে কি পরিমাপ করেছেন যে সাক্ষ্যদানের ফলে ধর্ষণের শিকার নারীদের কি ঝুঁকি আসতে পারে?

মধ্যস্থতাকারী (গেটকিপার ও ইন্টারমিডিয়ারি) ব্যক্তি, দোভাষী (ইন্টারপ্রিটার) ও অনুবাদকদের (ট্রান্সলেটর) উপর নির্ভর করার পরিবর্তে, ধর্ষণের শিকার নারীদের জিজ্ঞাসা করা উচিত তারা কথা বলতে ইচ্ছুক কিনা।

নীতি ৫: পর্যাপ্ত সময় নিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহন করতে এসেছেন তো ?

পর্যাপ্ত সময় নিয়ে গেলে সাক্ষ্যদাতা তাঁর সুবিধেমতো (সময়ে ও স্থানে) সাক্ষাৎকার (যদি দিতে চান) দিতে পারেন। তাঁর প্রেক্ষাপট কে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সাক্ষাৎকার সময় নিয়ে, তাড়াহুড়া না করে করতে হবে।

যেখানে প্রযোজ্য ও সম্ভব ক্ষতিগ্রস্থ নারীর পরিবার, সন্তান ও সম্প্রদায়ের/ সমাজের সাথে কথা বলে তাঁর সামাজিক আর্থিক অবস্থান বুঝে নিতে হবে।

ধর্ষণের শিকার নারীদের সাথে আস্থার সম্পর্ক স্থাপন করা আবশ্যক।

সাক্ষ্য প্রক্রিয়ার সময়: যুদ্ধে ধর্ষিত মহিলাদের সাথে বিশ্বাস ও অনুভূতির সম্পর্ক স্থাপন প্রয়োজন।

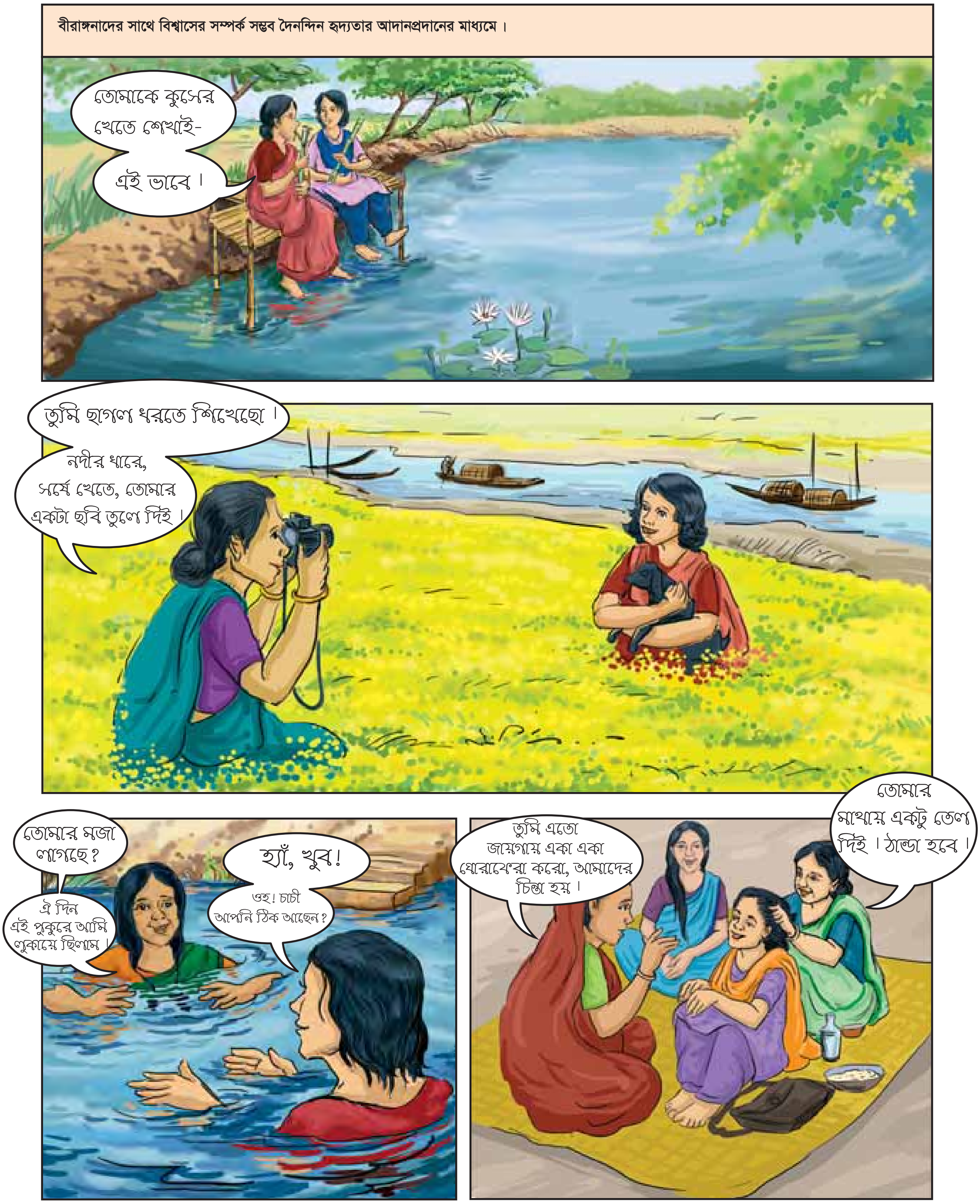

নীতি ৫: পর্যাপ্ত সময় নিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহন করতে এসেছেন তো ?

সম্ভব হলে স্থানীয়,পরিস্থিতি/রাজনীতি সম্পর্কে জেনে এলাকায় যেতে হবে। ধর্ষণের শিকার নারীদের সাথে আস্থার সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। বীরাঙ্গনাদের পাশাপাশি প্রয়োজনবোধে এলাকাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধা/যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাবাসীরও সাক্ষাৎকার শ্রেয় । এটি বীরাঙ্গনাকে কম স্পষ্ট করে তোলে এবং অন্যদের ঈর্ষা এড়ানো যায়।

স্থানীয় পরিস্থিতি /রাজনীতি সম্পর্কে জানাও যাবে না। সেইজন্য দরকার এলাকাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাবাসীর সাক্ষাৎকার নেওয়া।

বিভিন্ন নথি ও দলিল অনুসন্ধান করে এলাকার অবস্থা বুঝে নিতে হবে।

সাক্ষ্য প্রক্রিয়ার সময় ও পরে

নীতি ৬: আপনি প্রতি উপলক্ষে বীরাঙ্গনার জ্ঞাতসারে অর্থপূর্ণ সম্মতি নিয়েছেন?
বীরাঙ্গনাদের সাথে গবেষণার সময় ক্রমাগত নৈতিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং বারংবার সম্মতি নিতে হবে।

ব্যাক্তিগত পরিসরে অনধিকার প্রবেশ করা এড়াতে হবে ।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংবর্ধনার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর আগে তাদের মতামতকে প্রাধান্য দিতে হবে।

কোনো প্রকার আশ্বাস দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

আমাদের গবেষণার কারণে সাক্ষাৎকারদাতার অবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ করা যাবে না। এই মিথ্যা আশ্বাস দেওয়াতে, মিথ্যা বলে সংবর্ধনাতে নিয়ে গেলে, তাদের অনুমতি না নিয়ে তাদের ছবি ও কথা কাগজে তুলে ধরলে, বীরাঙ্গনা চাচীদের সম্মতি না নিলে, তাদের বিদ্যমান অবস্থা আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যেতে পারে। খালি একাত্তরের কাহিনী খুঁজতে গিয়ে বীরাঙ্গনা চাচীদের সামাজিক অবস্থার কথা ও সাক্ষ্যদানের পরিণতির কথা ভুলে গেলে চলবে না।

কীভাবে তাঁদের অবস্থা আরও ঝুঁকিপূর্ণ হলো?
আমরা মুসলমান, তাই অনেক লজ্জা-শরম আছে। তাই না, আম্মু?
মানুষ তাদের খোঁটা দিতে থাকলো এই মিথ্যা আশ্বাস নিয়ে।
কী ভাবে?
তা নয়। সব সম্প্রদায়ে লজ্জা-শরম আছে। কিন্তু লজ্জা-শরমের কথা যখনি বলা হয় তখন তার পিছনে একটা অর্থনৈতিক কারণ থাকে।
তাঁর আশে পাশের মানুষ তাঁকে খোঁটা দিলো:
কিরে? তোর চিকিৎসা হলো না?
তোরা একাত্তরের এর ঘটনা দিয়ে ব্যবসা করিস।
মানুষ কেন খোঁটা দেয়?
আসলে আমরা সবাই গরিব। ওরা ভাবে, এই কথা বলে আমি অনেক পয়সা পাচ্ছি।
ওর সাথে আমার জমি নিয়েও বিরোধ আছে। তাই আমাকে ছোট করতে চায় একাত্তরের কথা টেনে।
সাক্ষ্য গ্রহণের কারণ, সংগৃহীত তথ্য কীভাবে ব্যবহার হবে, কে শুনবে তার সাক্ষ্য, কী উদ্দেশ্যে, তাঁর স্বীকারোক্তির পর তাঁর সম্ভাব্য পরিণতি কি হতে পারে, তা সাক্ষ্যগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করে নিতে হবে। সাক্ষাৎকার লিপিবদ্ধ/রেকর্ড করার/ ছবি তোলার/ছাপার আগে তাদের সর্বদা অনুমতি নিতে হবে। প্রকাশিত কাজ তাদেরকে দিতে হবে।
আমি কি আপনার সাক্ষাৎকার নিতে পারি?
আমি অনুমতি দিলাম।
আমি সাক্ষাৎকার দিবো।
আমরা কি আপনার অভিজ্ঞতা রেকর্ড করতে পারি? বীরাঙ্গনাদের কথা ইতিহাসের বইয়ে প্রকাশ করতে পারি?

সাক্ষ্য প্রক্রিয়ার সময় ও পরে

নীতি ৭: আপনি কি ধর্ষণের শিকার নারীদের যুদ্ধ পরবর্তী ও বর্তমান জীবনের অবস্থানকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন?
এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সাক্ষ্যগুলি বর্ণনার সময়ে রোমাঞ্চকর উপস্থাপন থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রথম বউ বলে:
তুই তো মিলিটারির ছোঁয়া। আমাদের বাড়ীওয়ালার (বরের) পায়ে ধইরাতো তোর মা সংসারে আবার তুললো। তুই আবার কথা কস!
যারা গবেষক তাদের এই রগ রগে সাক্ষ্যের কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলে:
বীরাঙ্গনার দুঃসহ কাহিনী যদি না উপস্থাপন করি তাহলে প্রজন্ম বীরাঙ্গনার কষ্ট বুঝবে না, ভাববে সব বীরাঙ্গনা সুখে আছে- 'হ্যাপিলি এভার আফটার' আছে।
গবেষকের চিন্তাধারা যেন এই সাক্ষ্য গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত না করে।
অযৌক্তিকভাবে বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বাস্তব কাহিনীকে ভয়ংকরভাবে উপস্থাপন করা থেকে বিরত থাকতে হবে বীরাঙ্গনাদের সাক্ষ্যের অবমাননাকর উপস্থাপনা এড়িয়ে যেতে হবে।
হ্যাঁ, ফেরদৌসী একবার জানায় যে তাকে এক মহিলা সাংবাদিক বলেছিল, আপনার ঘরটা খুব সাজানো।
ঘরটা অন্ধকার করলেই সত্যিকারের বীরাঙ্গনার মতো লাগবে।
আমাকে কি মাটিতে শুয়ে মাথায় হাত দিলে সত্যিকারের বীরাঙ্গনার মতো লাগবে?
আপনার ধর্ষণের ডিটেইলস (বিস্তারিত বিবরণ) বলেন।
আপনি কি পর্নোগ্রাফি শুনতে চান?
আমি আর সাক্ষাৎকার দেবো না।

সাক্ষ্য প্রক্রিয়ার সময় ও পরে

নীতি ৮: আপনি কি ভেবে দেখেছেন যে যুদ্ধে ধর্ষিত নারীদের ছবি-তাঁদের সাক্ষ্যগ্রহনের সময় ও পরে-আমাদের কেমনভাবে ব্যবহার/উপস্থাপন করা উচিত?
এর পরিণতি কি? তাঁদের ছবির মাধ্যমে আমরা যেন তাঁদের দোষারোপ না করি ।

আপনি কি ভেবে দেখেছেন যে যুদ্ধে ধর্ষিত নারীদের কাহিনী - সাক্ষ্যগ্রহনের সময় ও পরে - কেমন ভাষায় ব্যবহার/উপস্থাপন করা উচিত? এর পরিণতি কি? এই ভাষার মাধ্যমে আমরা যেন তাদের দোষারোপ না করি ।

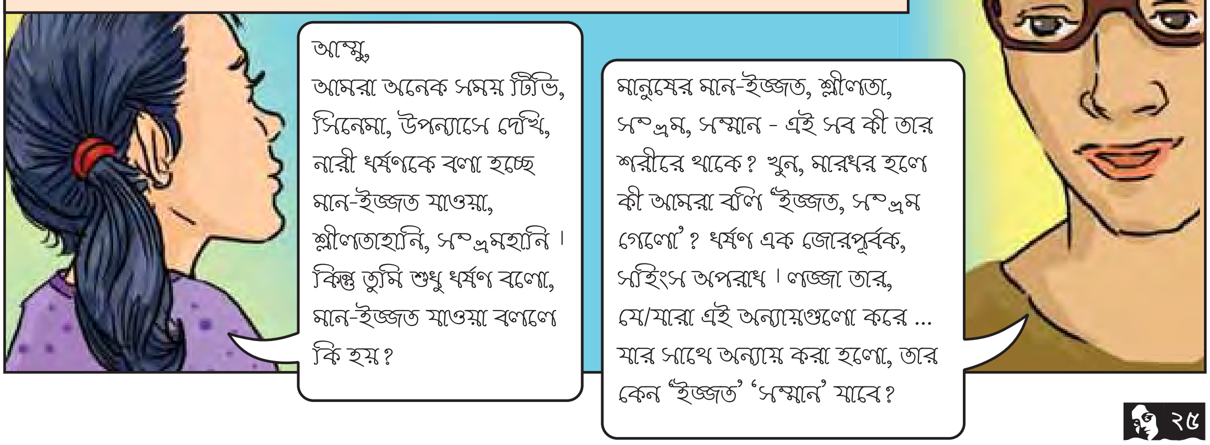

সাক্ষ্য প্রক্রিয়ার পরে

নীতি ৯: আপনি কি গোপনীয়তা ও ছদ্মনাম নাম প্রকাশ করার ইচ্ছা বা ছদ্মনাম দেওয়া না দেওয়ার জটিলতা নিয়ে ভেবেছেন?
এই বিষয়ে সম্পূর্ণ এখতিয়ার সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর । আমাদের উচিত তাঁদের ইচ্ছা মেনে চলা ।

নীতি ১০. সাক্ষ্য গ্রহণ করার পরে আপনি কি যুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের সাথে যোগাযোগ, হৃদ্যতার সম্পর্ক রেখেছেন?
তাদের এতে সম্মতি থাকা প্রয়োজন।

মেহেরপুরে স্মৃতিসৌধের উদ্দেশ্যে যাত্রা

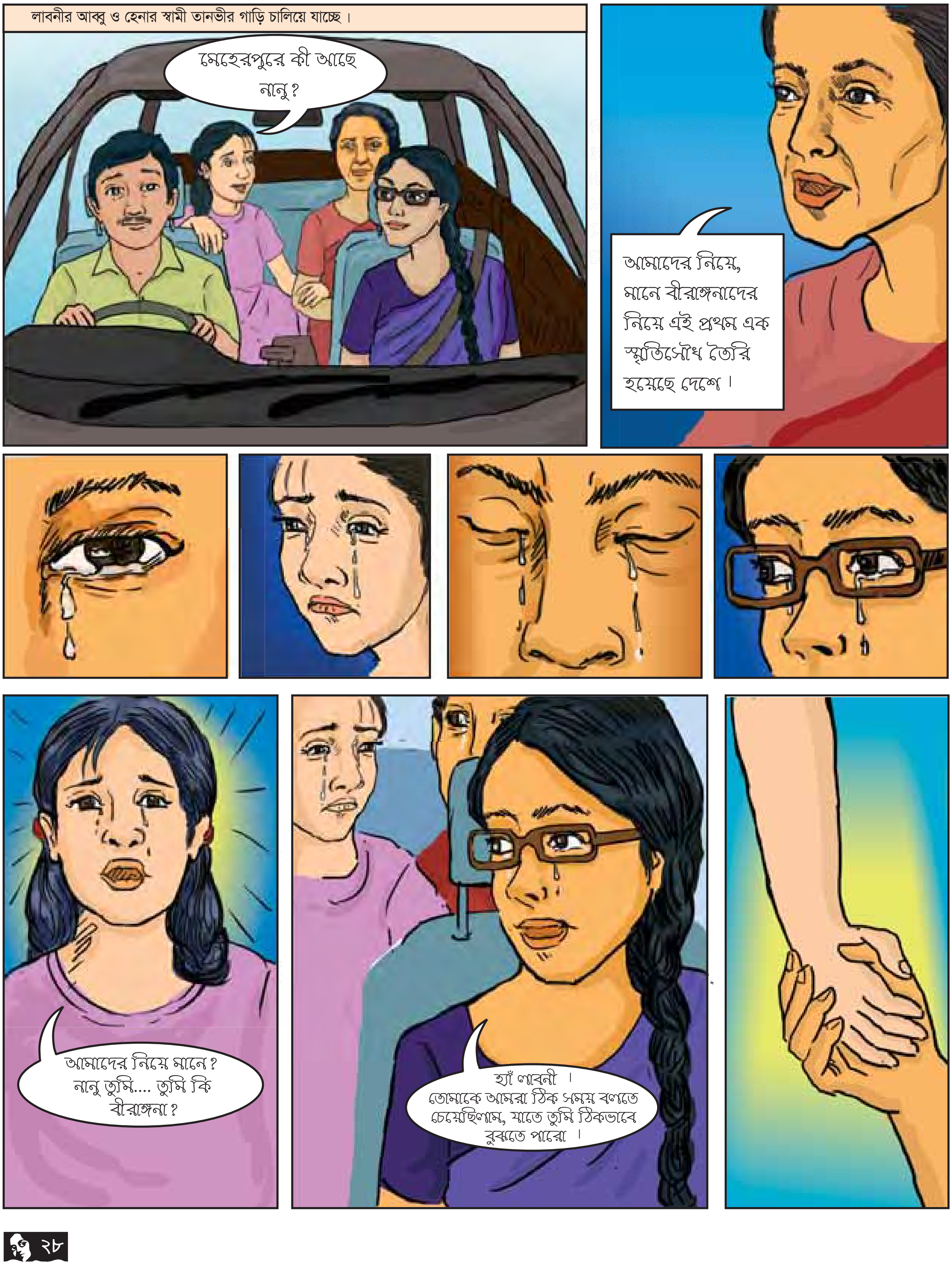

ছবি: নয়নিকা মুখার্জী। কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, ঢাকা। বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় মহিলা পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান। স্থাপিত: ১৯৭২ সালে।]

এক বছর বাদে তোমার নানার সাথে আমার আলাপ হয়। আমরা বিয়ে করি। নানা যুদ্ধের সময় কলকাতায় ছিলেন। আমার কাহিনী শুনে কাঁদতেন। বলতেন: রেহানা আমার ভালোবাসা কি তোমাকে ওই ভয়াবহ দিনগুলির কথা ভুলিয়ে দিতে পারবে? নানার পরিবার কিন্তু খুব খোঁটা দেয় আমারে। আমরা ওদের ছেড়ে চলে আসি, সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হই। মনে আছে হেনা বললো সব খোঁটা দেয়ার পেছনে একটা অর্থনৈতিক কারণ থাকে। যুদ্ধের পরে হঠাৎ করে নানা মারা গেলেন। আমি খুব ভেঙে পড়ি। কিন্তু এই সরকারি চাকরি আমাকে শক্তি দেয় ও আমি হেনাকে একও বড় করি।

নির্যাতিতা নারী পুনর্বাসন উৎসাহজনক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে

Women working in Rehabilitation Centres. (Banglar Bani, September 2, 1972)

হ্যাঁ ১৯৯২তে, যখন কুষ্টিয়ার বীরাঙ্গনারা গণ-আদালতে আসে, আমি ও হেনা যাই। তাদের দেখে আমার শিহরণ জাগে। আমি বলতে চাই আমিও বীরাঙ্গনা কিন্তু চুপ করে থাকি। আমি প্রায় জ্ঞান হারায়। তখন তানভীর আমাকে ধরে ফেলে ও সাহায্য করে।

বীরাঙ্গনারা এক নীতিসম্পন্ন নির্দেশিকা উন্মোচন করেন

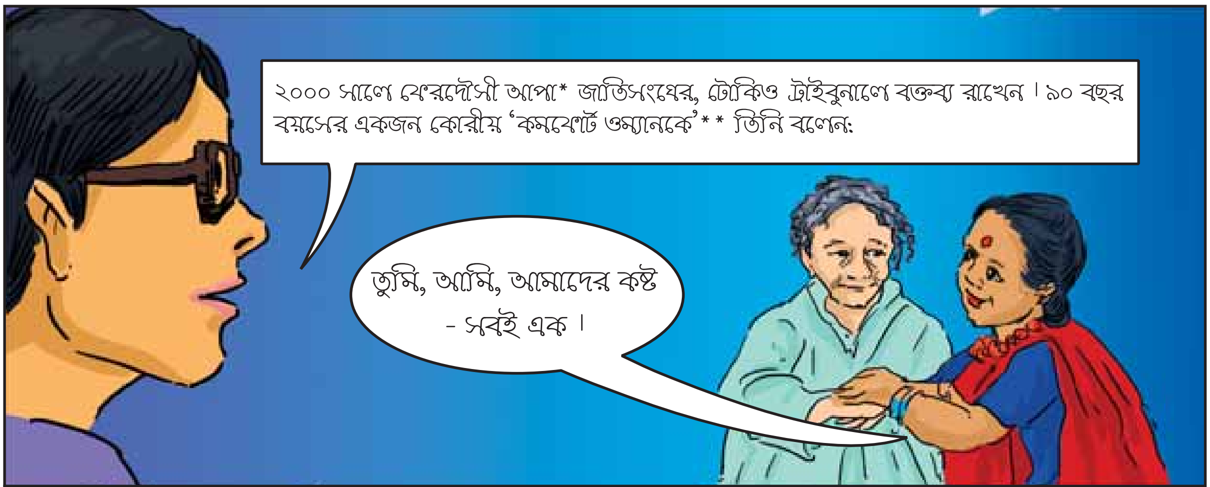

* আপা: বাংলাদেশে নারীকে সম্বোধনের জন্য ব্যবহৃত সম্মানসূচক পদ। শাব্দিক অর্থ বোন/ বড় বোন।

** দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়, জাপানী সামরিক বাহিনী অনেক এশীয় মহিলাদের ধর্ষণ করে, যৌন দাসত্বের মধ্যে রাখে। তাঁদের বলা হয় 'কমফোর্ট ওম্যান'।

এই নীতিমালার দ্রুত বাস্তবায়ন আবশ্যক।

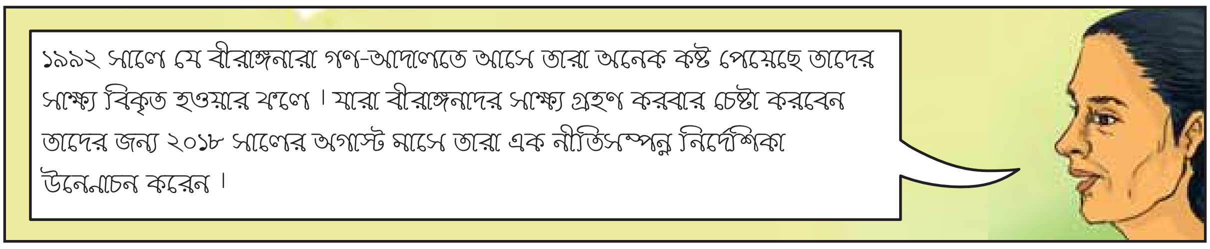

মেহেরপুরে বীরাঙ্গনাদের জন্য স্মৃতিসৌধ
এই ইতিহাস শুধু রাষ্ট্রের ইতিহাস না, এ হলো আমাদের ঘরের কাহিনী ।
লাবনী, এই প্রজন্মকে যুদ্ধের নানা কাহিনী - পুরুষ, মহিলা, বীরাঙ্গনা, যুদ্ধশিশুর কথা- তুলে ধরতে হবে । তোমাদের জায়গা বানাতে হবে সবার জন্য-এমনকি যারা বলতে চায় বা যারা চুপ থাকতে চায়- সবার জন্য । যুদ্ধ পরবর্তী জীবিত ব্যাক্তিদের এই নিরাপত্তা, বিশ্বাস এবং সহানুভূতির স্থানটুকু খুবই প্রয়োজন । তোমরা এই নীতিমালার জরুরি বাস্তবায়ন করবে ও প্রয়োজনে নীতিসম্মত ভাবে যুদ্ধকালীন ধর্ষণের সাক্ষ্য সংগ্রহ করবে ।
নানু, মা ... আমি স্কুলে গিয়ে সবাইকে এই নীতিমালার বিষয়ে জানাবো । আমি গর্বিত যে তোমরা আমার নানু, আমার মা, আমার বাবা ।

যুদ্ধকালীন ধর্ষণ ও বীরাঙ্গনাদের সঙ্গে গবেষণা: সাক্ষ্য সংগ্রহের জন্য প্রস্তাবিত নীতিমালা

অধ্যাপক নয়নিকা মুখার্জী
নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

ESRC Economic and Social Research Council Shaping Society
Durham University
RESEARCH INITIATIVES BANGLADESH

প্রেক্ষাপট: এই নীতিমালা অধ্যাপক নয়নিকা মুখার্জী প্রকাশিত দ্যা স্পেক্ট্রাল উন্ড: সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স, পাবলিক মেমোরিজ অ্যান্ড দ্যা বাংলাদেশ ওয়ার অফ **১৯৭১** (২০১৫, ডিউক ইউনিভার্সিটি প্রেস; ২০১৬, জুবান)] বইয়ের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে রচিত। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যা সবচেয়ে নজিরবিহীন তা হলো, অন্যান্য যুদ্ধকালীন যৌন সহিংসতার মতো **১৯৭১** সালের যুদ্ধকালীন ধর্ষণ ও সহিংসতার ব্যাপারে কোনো নিরবতা ছিল না। বরং একাত্তরে ধর্ষিত নারীদেরকে সরকার কর্তৃক 'বীরাঙ্গনা' (সাহসী নারী) খেতাবের বিষয়টি জনস্মৃতিতে রয়েছে। জাতিতাত্ত্বিক গবেষণার ধারায় অধ্যাপক মুখার্জী এই কাজটি করেন যুদ্ধের সময় ধর্ষিত নারী, তাঁদের পরিবার ও সম্প্রদায়ের সাথে; রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, মানবাধিকারকর্মীদের মাঝে; আর পাশাপাশি তিনি আর্কাইভ ঘাটেন, ভিজ্যুয়াল ও সাহিত্যে তাঁদের নানাবিধ উপস্থাপনার পরীক্ষা করেন। সংঘাতকালে সংঘটিত যৌন সহিংসতা বিষয়ে এ যাবতকাল পর্যন্ত করা বেশিরভাগ গবেষণায় শুধুমাত্র সহিংসতার সাক্ষ্য তুলে ধরার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হয়েছে। **নির্যাতিতের সাথে গবেষণা ও সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে** *স্পেক্ট্রাল উন্ড* **বইটি দেখায় যে শুধু যুদ্ধকালীন ধর্ষণের অভিজ্ঞতার উপরে মনোযোগ দেয়ার ফলে:** (১) যেসব পরিস্থিতিতে সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয় সেসবের উপর পর্যাপ্ত দৃষ্টি দেওয়া হয় না। (২) ফলে, দলিলসমূহকে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে দেখা যায়, সাক্ষ্যগ্রহণকারীর (গবেষক, সরকারি কর্মকর্তা, নীতিনির্ধারক, এনজিও প্রতিনিধি, মানবধিকার ও নারীবাদী কর্মী, উকিল, লেখক, সাংবাদিক, প্রামাণ্যচিত্রকার ও আলোকচিত্রী প্রভৃতি) স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মূল সাক্ষ্য বিকৃত হয়ে গেছে। (৩) এজন্য, সাক্ষ্যদানকারী তার যুদ্ধকালীন নির্যাতনের অভিজ্ঞতা বলার মধ্য দিয়েও আরেক দফা এবং বার বার আক্রান্ত হতে পারে। (৪) ফলে, **সাক্ষ্যদানকারীদের প্রত্যাশা ও বিচার লাভের প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব তৈরি হতে পারে।**

এসব সংবেদনশীল ও নৈতিক দিক বিবেচনায় নিয়ে, অধ্যাপক মুখার্জী রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে (বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের নানা অংশীজনের সাথে আলোচনা করে) একটি **নীতিগত নির্দেশিকা বা ইথিক্যাল গাইডলাইনস ও একটি সচিত্র কাহিনী বা গ্রাফিক নভেল প্রণয়ন করেছেন। উভয় প্রকাশনাই দ্যা স্পেক্ট্রাল উন্ড বইয়ের সহপাঠ্য হিসেবে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।** এই নীতিগত নির্দেশিকাটি স্কুলের শিক্ষার্থীরা (১২ বছর বা তদোর্ধ্ব বয়সী) যেমন, তেমনি পেশাগতভাবে যৌন সহিংসতার শিকার নারীদের নিয়ে কাজ করা কর্মীরাও ব্যবহার করতে পারবেন।

এই নীতিমালাটি ব্যবহারে গণমাধ্যমের একটা বড় দায়িত্ব আছে। কীভাবে কোনো বীরাঙ্গনার সাক্ষ্যগ্রহণ হবে বা তাঁর বিষয়ে তথ্য নীতিসম্মত উপায়ে জোগাড় করা যাবে, সেই বিষয়ে এই নীতিমালা অবহিত করবে। এটি আমাদের কাছে স্পষ্ট করবে, কীভাবে ও কী পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহৃত হবে। এমনকি, তথ্য সংগ্রহ করার পর কী হবে, কীভাবে সেগুলো লিপিবদ্ধ করা হবে ইত্যাদিও পরিস্কার করবে। বীরাঙ্গনাদের সাক্ষ্যগ্রহণে বাংলাদেশে কোন নীতিমালা এটির পূর্বে ছিল না। তালিকাভুক্ত বীরাঙ্গনাদেরকে ভাতা প্রদান বাংলাদেশ সরকারের একটি সাহসী ও মহতী উদ্যোগ। লক্ষণীয় যে, এ পর্যন্ত বাংলাদেশ হচ্ছে এশিয়ার একমাত্র দেশ, যেটি যুদ্ধকালীন ধর্ষণের শিকার নারীদেরকে প্রথমে বীরাঙ্গনা খেতাব প্রদান করেছে এবং পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বীরাঙ্গনাদের ভাতা প্রদানের প্রয়োজনে সাক্ষ্যগ্রহণকারীদের জন্য এই নীতিমালাটি প্রযোজ্য হবে। তাছাড়া, ভবিষৎ গবেষক ও কর্মীরাও বীরাঙ্গনাদের সাক্ষ্যগ্রহণের সময় এই নীতিমালাটি অনুসরণ করতে পারেন। এই নীতিমালাটি এশিয়ার প্রথম দৃষ্টান্ত যা অন্যদেশ অনুকরণ করতে পারে। ২০১৮ সালের আগস্টে এই নীতিগত নির্দেশিকাটি উন্মোচন করেন একদল বীরাঙ্গনা এবং বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশে এখন যুদ্ধকালীন যৌন সহিংসতার শিকার নারীরা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃত এবং তাঁরা **সরকারি পেনশন পাচ্ছেন**। সুতরাং, রাষ্ট্র কর্তৃক বীরাঙ্গনাদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা এবং তাদেরকে সরকারি পেনশনের জন্য নিবন্ধিত করার জন্য এই নির্দেশিকা অত্যাবশ্যক। **যুদ্ধশিশুদের** স্বীকৃতি অর্জনেও এই নির্দেশিকা সহায়ক হবে। আর বর্তমান পরিসরে সংঘাতের সময় ঘটা যৌন সহিংসতার ক্ষেত্রেও (যেমন **রোহিঙ্গাদের** উপর) এটি কাজে লাগানো যেতে পারে। তাছাড়া, **দৈনন্দিন জীবনে ঘটা যৌন সহিংসতার** সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য এই নির্দেশিকা প্রাসঙ্গিক হতে পারে। ২০১৮ সালের নভেম্বরে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ অফিসের প্রিভেন্ট সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স ইনিশিয়েটিভ টিম সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মরতদের জন্য আন্তর্জাতিক মানদ- তৈরির লক্ষ্যে 'মুরাদ-বিধি' প্রস্তাব করেছে। এই সংক্রান্ত পরামর্শ প্রক্রিয়াতে এই নির্দেশিকার তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা থাকবে।

কিছু উল্লেখযোগ্য দিক:

- এই নির্দেশিকা তৈরি করেছেন যুদ্ধকালীন যৌন সহিংসতার শিকার নারীরা। আর এটিতে যেসব পরামর্শ বা যে ব্যবস্থাপত্র তুলে ধরা হয়েছে তা তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রণীত।
- এই নির্দেশিকা স্থানীয় নীতিগত পর্যালোচনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত এবং এটির স্থান হবে কোনো প্রতিষ্ঠানের নীতিমালার উপরে।
- এই সংক্রান্তকাজ সমম্বয়ের জন্য কোনো পরিষদ সক্রিয় কিনা তা মনে করিয়ে দিতে সহায়তা করবে এই নির্দেশিকা। দরকারি ব্যাপার হলো, কোনো কাজ করতে গিয়ে আরো সাক্ষ্য রেকর্ড করা প্রয়োজন কিনা এবং সেই কাজ সম্পন্ন করার জন্য পর্যাপ্ত প্রকাশিত উপকরণ রয়েছে কিনা তা নিয়ে ভাবা গুরুত্বপূর্ণ।
- বিচারিক কাজে ব্যবহার্য সাক্ষ্যের বিস্তার তার কর্মপরিধির জন্য অনেকটাই সঙ্কীর্ণ হতে পারে। আর এই নির্দেশিকার কেন্দ্রীয় মনোযোগের জায়গা হলো নীতিসম্মত সাক্ষ্য সংগ্রহ।
- যারা সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন তাদেরকে দীর্ঘ সময় নিয়ে তা করতে বলা হচ্ছে। তবে যাদের হাতে ততোটা সময় থাকবে না, তাদেরও কতগুলো বিষয়ে সংঘাতকালীন যৌন সহিংসতার শিকার নারীর পরিপ্রেক্ষিত সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরতে পারা উচিত। বিষয়গুলো হলো: যৌন সহিংসতার কারণ, সাক্ষ্যপ্রদানের বিবিধ প্রেক্ষিত, সেই নারীর বয়ান অক্ষুণ্ন রেখে তার ভাষা ব্যবহার, শাব্দিক ব্যঞ্জনা ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গি।

প্রণীত নীতিমালা:

সাক্ষ্য প্রক্রিয়ার পূর্বে:

১. সাক্ষ্য গ্রহণের পূর্বে আপনি কি পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়েছেন? বীরঙ্গনাদের সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি যথার্থ হতে হবে, স্পষ্টভাবে জেনে বুঝে কাজ করতে হবে। এই জন্য একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ট্রেনিং অপরিহার্য। ভাবতে হবে সাক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে। বিদ্যমান গবেষণাগুলো পড়ে নিতে হবে। বীরাঙ্গনাদের মাঝে গবেষণার, বার বার সাক্ষাৎকার দেওয়ার ক্লান্তিও এড়াতে হবে।

২. কার সাক্ষ্য প্রাধান্য পাচ্ছে? যে বীরাঙ্গনা স্বপ্রণোদিত হয়ে আসবেন তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা নৈতিক। **সাক্ষ্য গ্রহণের পূর্বে তাঁকে একটি পত্র প্রদান করা জরুরি, যেটিতে এই সাক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তা এবং এখান থেকে প্রাপ্ত তথ্য কী কাজে ব্যবহৃত হবে, তা লেখা থাকবে।** সাক্ষ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য, তা কীভাবে ব্যাবহৃত হবে, কে তা পড়বে/শুনবে, সাক্ষ্যদানের পরিণাম-এসব কিছু বীরাঙ্গনার সাথে আলোচনা করে নিতে হবে।

৩. গবেষকের অবস্থান (লিঙ্গ, বয়স, বর্গ, অভিজ্ঞতা) কীভাবে সাক্ষ্য প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে? প্রশ্নগুলি ভেবেচিন্তে করতে হবে।

সাক্ষ্য প্রক্রিয়ার সময়:

৪. গবেষণার আগে কি পরিমাপ করেছেন যে সাক্ষ্যদানের ফলে ধর্ষণের শিকার নারীদের কী ঝুঁকি আসতে পারে?

- সংঘাতকালীন যৌন সহিংসতার শিকার নারীর স্থান-কালের সীমানা ছাড়িয়ে অর্থনৈতিক, শারীরিক, মানসিক নিরাপত্তার সার্বিক মূল্যায়ন একেবারে অপরিহার্য। আমাদেরকে সেই নারীর স্বার্থ সুরক্ষা ও সহায়তা প্রদান করতে হবে।
- যুদ্ধকালীন যৌন সহিংসতার শিকার হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করলে তাঁকে যে সম্ভাব্য নানাবিধ সমস্যার ('কলঙ্কের' আর্থ-সামাজিক প্রকাশসহ) মুখোমুখি হতে পারে সে বিষয়টি আলোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।
- মধ্যস্থতাকারী (গেটকিপার ও ইন্টারমিডিয়ারি) ব্যক্তি, দোভাষী (ইন্টারপ্রিটার) ও অনুবাদকদের (ট্রান্সলেটর) উপর নির্ভর করার পরিবর্তে, ধর্ষণের শিকার নারীদের জিজ্ঞাসা করা উচিত তারা কথা বলতে ইচ্ছুক কিনা।

৫. পর্যাপ্ত সময় নিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে এসেছেন তো? পর্যাপ্ত সময় নিয়ে গেলে সাক্ষ্যদাতা তাঁর সুবিধেমতো (সময়ে ও স্থানে) সাক্ষাৎকার (যদি দিতে চান) দিতে পারেন। তাঁর প্রেক্ষাপটকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

- সম্ভব হলে, স্থানীয় পরিস্থিতি/রাজনীতি সম্পর্কে জেনে এলাকায় যেতে হবে।
- বীরাঙ্গনাদের পাশাপাশি প্রয়োজনবোধে এলাকাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধা/যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাবাসীরও সাক্ষাৎকার নেওয়া শ্রেয়। এটি বীরাঙ্গনাকে কম স্পষ্ট করে তোলে এবং অন্যদের ঈর্ষা এড়ানো যায়।
- যেখানে প্রযোজ্য ও সম্ভব, ক্ষতিগ্রস্থ নারীর পরিবার, সন্তান ও সম্প্রদায়ের/সমাজের সাথে কথা বলে তাঁর সামাজিক-আর্থিক অবস্থান বুঝে নিতে হবে।
- যুদ্ধে ধর্ষিত মহিলাদের সাথে বিশ্বাস, আস্থা ও অনুভূতির সম্পর্ক স্থাপন প্রয়োজন, এবং তা সম্ভব দৈনন্দিন হৃদ্যতা আদানপ্রদানের মাধ্যমে।
- বিভিন্ন নথি ও দলিল অনুসন্ধান করে এলাকার অবস্থা বুঝে নিতে হবে।

সাক্ষ্য প্রক্রিয়ার সময় ও পরে:

৬. আপনি প্রতি উপলক্ষে বীরাঙ্গনার জ্ঞাতসারে অর্থপূর্ণ সম্মতি নিয়েছেন? বীরাঙ্গনাদের সাথে গবেষণার সময় ক্রমাগত নীতিসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং বারংবার সম্মতি নিতে হবে।

- যিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন তিনি যাতে তার অধিকার ও প্রাপ্য পরিষেবাসমূহ জানেন ও বোঝেন তা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। এটা আবার তাঁর জ্ঞাতসারে সম্মতি নেওয়ার পথ করে দেয়।
- গবেষণার উদ্দেশ্য তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে জানাতে হবে। কোনো বীরাঙ্গনার বয়ান রেকর্ড করা, তাঁর ছবি তোলা এবং সেগুলো কোনো প্রকাশনায় দেওয়ার আগে বারংবার তাঁর জ্ঞাতসারে সম্মতি নেয়া প্রয়োজন। লিপিবদ্ধটি ঠিক হয়েছে কিনা তা তাঁর মাধ্যমে যাচাই ও তা ছাপার অনুমতি নিতে হবে। সংগৃহীত তথ্য কীভাবে ব্যবহার করা হবে, কে শুনবে তার সাক্ষ্য, তাঁর এই সাক্ষ্য প্রদানের পর তাঁর সম্ভাব্য পরিণতি কী হতে পারে, তা সাক্ষ্যদাতার সাথে আলোচনা করে নিতে হবে। প্রকাশিত কাজ তাঁকে দেখানো উচিত। সাক্ষ্যপ্রদানের পর সাক্ষ্যগ্রহণকারী কীভাবে তাঁদের ফলো-আপ করবে তা নিয়েও সম্মত হওয়া উচিত। বীরাঙ্গনা চাইলে তাঁর সম্মতি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সীমাবদ্ধ করতে পারবেন।
- ব্যক্তিগত পরিসরে অনধিকার প্রবেশ এড়িয়ে যেতে হবে।
- কোনো প্রকার আশ্বাস দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
- বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংবর্ধনার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর আগে তাদের মতামতকে প্রাধান্য দিতে হবে।
- আমাদের গবেষণার কারণে সাক্ষাৎকারদাতার অবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ করা যাবে না। মিথ্যা আশ্বাস দেওয়াতে, মিথ্যা বলে সংবর্ধনাতে নিয়ে গেলে, তাঁদের অনুমতি না নিয়ে তাঁদের ছবি ও কথা কাগজে তুলে ধরলে, তাঁদের সম্মতি না নিয়ে, তাদের বিদ্যমান অবস্থা আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যেতে পারে। খালি একাত্তরের কাহিনী খুঁজতে গিয়ে তাঁদের সামাজিক অবস্থার কথা ও সাক্ষ্যদানের পরিণতির কথা ভুলে গেলে চলবে না।

৭. আপনি কি ধর্ষণের শিকার নারীদের যুদ্ধ পরবর্তী ও বর্তমান জীবনের অবস্থাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন? এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আরো মনে রাখতে হবে:

- সাক্ষ্য বর্ণনার সময় রোমাঞ্চকর উপস্থাপন থেকে বিরত থাকতে হবে।
- গবেষকের চিন্তাধারা যেন এই সাক্ষ্যগ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত না করে, সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।
- অযৌক্তিকভাবে বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বাস্তব কাহিনীকে ভয়ংকরভাবে উপস্থাপন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। বীরাঙ্গনাদের সাক্ষ্যের অবমাননাকর উপস্থাপনা এড়িয়ে যেতে হবে।
- বীরাঙ্গনাদের বিশদ তথ্য, সাক্ষ্যদানের সময় তাঁরা যেভাবে অনুভূতি প্রকাশ করেন, তাঁদের মুখ ও অঙ্গভঙ্গিমা বর্ণনার মধ্যে থাকতে হবে। তাঁরা কী কী ইঙ্গিত করেন, বলেন, নির্দেশ করেন, তা লিখে রাখতে হবে। শুধু সাক্ষাৎকারের একরৈখিক বর্ণনা নয়, বরং সাক্ষ্য গ্রহণের সময়কার পূর্বোল্লিখিত সকল কিছু বর্ণনা আলাদা করে লিখে রাখতে হবে। যারা যেভাবে তাঁদের কাহিনী উপস্থাপন করে তা অসম্পূর্ণ খণ্ডে, কথ্য ইতিহাসের মাধ্যমে বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে তা তুলে ধরতে হবে।

সাক্ষ্য প্রক্রিয়ার পরে:

৮. আপনি কি ভেবে দেখেছেন যে যুদ্ধকালীন ধর্ষিত নারীদের ছবি ও কাহিনী- তাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণের সময় ও পরে- আমাদের কেমন ভাবে ভাষায় ও ছবিতে ব্যবহার/উপস্থাপন করা উচিত? এর পরিণতি কি? এই ভাষার, তাঁদের ছবির মাধ্যমে, আমরা যেন তাঁদের দোষারোপ না করি।

৯. আপনি কি গোপনীয়তা ও ছদ্মনাম, নাম প্রকাশ করার ইচ্ছা বা ছদ্মনাম দেওয়া না দেওয়ার জটিলতা নিয়ে ভেবেছেন? এই বিষয়ে সম্পূর্ণ এখতিয়ার সাক্ষ্যদানকারীর। আমাদের উচিত তাদের ইচ্ছা মেনে চলা।

১০. সাক্ষ্য গ্রহণ করার পরে আপনি কি যুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের সাথে যোগাযোগ, হৃদ্যতার সম্পর্ক রেখেছেন? তাদের এতে সম্মতি থাকা প্রয়োজন।

এই নীতিমালার দ্রুত বাস্তবায়ন আবশ্যক।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই নীতিমালা অধ্যাপক নয়নিকা মুখার্জীর বই স্পেক্ট্রাল উন্ড: সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স, পাবলিক মেমোরিজ অ্যান্ড দ্যা বাংলাদেশ ওয়ার অফ ১৯৭১ (২০১৫ ডিউক ইউনিভার্সিটি প্রেস; ২০১৬, জুবান) অবলম্বনে রচিত। এই নীতিমালা অধ্যাপক মুখার্জী (নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়) ও রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ (রিইব)-এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দু'টি কর্মশালা (নভেম্বর ২০১৬, অগাস্ট ২০১৭) এবং ২০১৮ সালের আগস্টে আয়োজিত বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক কর্তৃক নীতিমালা উদ্বোধনের সেমিনারের আলোকে প্রণীত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১৬ সালের নভেম্বর মাস থেকে এই প্রকল্পের সাথে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে জড়িত রয়েছে। এই কর্মশালাগুলিতে অংশগ্রহণকারী নানা অংশীজন বা স্টেকহোল্ডার (যেমন গবেষক, অধ্যাপক, সরকারি কর্মকর্তা, নীতিনির্ধারক, এনজিও প্রতিনিধি, মানবধিকার ও নারীবাদী কর্মী, উকিল, লেখক, সাংবাদিক, প্রামাণ্যচিত্রকার ও আলোকচিত্রী) এই নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদার ব্যাপারে জোরালোভাবে তাদের মতামত জানিয়েছেন।

অনুবাদ বিষয়ক পরামর্শের জন্য আমাদের বিশেষ ধন্যবাদ নিবেদন করছি সুরাইয়া বেগম, অধ্যাপক মির্জা তাসলিমা সুলতানা, অধ্যাপক সাঈদ ফেরদৌস, ড. জোবাইদা নাসরীন, আহসান হাবীব, রাশিদা আক্তার ও বাবুল চন্দ্র সূত্রধরকে। রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ-এর কর্মীদেরকে ধন্যবাদ জানাই, যাদের শ্রমে ও সহযোগিতায় কর্মশালাগুলো আয়োজন ও নীতিমালা প্রণয়ন সম্ভব হয়েছে। সর্বোপরি, কর্মশালা ও গবেষণার সাথে যুক্ত মুক্তিযোদ্ধা বীরাঙ্গনাদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, যাদের অভিজ্ঞতা এই নীতিমালাটির ভীত রচনা করেছে। এই কর্মশালা ও আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানাই। যুক্তরাজ্য ও কমনওয়েলথের সামাজিক নৃবিজ্ঞান সমিতি এবং আমেরিকান সমিতির নীতিমালার কোড থেকে কতিপয় ভাষা ব্যবহার করার বিষয়টি আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি। আমরা আশা করছি, নীতিমালার এই সংস্করণটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আমরা প্রকাশ করতে পারবো। বর্তমান প্রকাশনাটি বিভিন্ন অংশগ্রহণকারী ও অংশীজনের মন্তব্য ও অবদানে অশেষ সমৃদ্ধ হয়েছে। তথাপি মন্ত্রণালয় চাইলে এই নীতিমালার কোনো প্রকার সংশোধনী আনতে পারে, যা বছর বছর সংযোজন করা যেতে পারে।

আত্ম-মূল্যায়ন ফরম

(অংশগ্রহণকারী/ যৌন সহিংসতার শিকার ব্যক্তি এবং/অথবা গেটকিপারদের জন্য এটি একটি লিখিত এবং/অথবা মৌখিক সার-সংক্ষেপ হিসেবে কাজ করতে পারে। পাশাপাশি, যারা সাক্ষ্য রেকর্ড করবেন তাদের জন্যও এটি স্মারক হিসেবে কাজ করতে পারে।)

প্রশ্নপত্র

		হ্যাঁ	না	**যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করুন: প্রতিটি নীতিমালা আপনি কীভাবে অনুসরণ করেছেন/করেননি।**
১ক.	**সাক্ষ্য গ্রহণের পূর্বে আপনি কি পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়েছেন?**			
১খ.	**যৌন সহিংসতার শিকার নারীর উপর আপনার সাক্ষ্যগ্রহণের কী প্রভাব পড়তে পারে তা কি বিবেচনা করেছেন?**			
২ক.	**আপনি কি ভেবে দেখেছেন যে কার সাক্ষ্য প্রাধান্য পাচ্ছে?**			
২খ.	**সাক্ষ্যদাতাকে আপনি কি একটি পত্র প্রদান করবেন, যেটিতে এই সাক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তা এবং এখান থেকে প্রাপ্ত তথ্য কী কাজে ব্যবহৃত হবে, তা লেখা থাকবে?** সাক্ষ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য, তা কীভাবে ব্যবহৃত হবে, কে তা পড়বে/শুনবে এবং কী উদ্দেশ্যে, সাক্ষ্যদানের সম্ভাব্য পরিণাম-সব কিছু সাক্ষ্যদাতার সাথে আলোচনা করে নিতে হবে।			
৩.	**আপনি কি ভেবে দেখেছেন, গবেষকের অবস্থান (লিঙ্গ, বয়স, বর্ণ, অভিজ্ঞতা) কীভাবে সাক্ষ্য প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে?**			
৪.	**গবেষণার আগে কি পরিমাপ করেছেন যে সাক্ষ্যদানের ফলে ধর্ষণের শিকার নারীদের কী ঝুঁকি আসতে পারে?**			
৫.	**পর্যাপ্ত সময় নিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে এসেছেন তো?**			
৬ক.	আপনি প্রতি উপলক্ষে বীরাঙ্গনার জ্ঞাতসারে অর্থপূর্ণ সম্মতি নিয়েছেন? বীরাঙ্গনাদের সাথে গবেষণার সময় ক্রমাগত নীতিসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং বারংবার সম্মতি নিতে হবে। আপনার সাক্ষ্য গ্রহণের সাথে প্রাসঙ্গিকভাবে ব্যাখ্যা করুন কীভাবে আপনি সাক্ষ্যদাতার কাছ থেকে জ্ঞাতসারে সম্মতি নেওয়ার বিষয়টি সামলাবেন।			
৬খ.	**রেকর্ড করার যন্ত্র ব্যবহার করবার আগে কি সাক্ষ্যদাতার অনুমতি নিয়েছেন?**			

		হ্যাঁ	না	যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করুন: প্রতিটি নীতিমালা আপনি কীভাবে অনুসরণ করেছেন/করেননি।
৬গ.	**প্রকাশের আগে ও পরে যৌন সহিংসতার শিকার নারীকে তার সাক্ষ্যের কপি প্রদান করা হবে?** গবেষণার উদ্দেশ্য তাঁর কাছে পরিষ্কারভাবে জানাতে হবে। তাঁর বয়ান রেকর্ড করা, তাঁর ছবি তোলা এবং সেগুলো কোনো প্রকাশনায় দেওয়ার আগে বারংবার তাঁর জ্ঞাতসারে সম্মতি নেয়া প্রয়োজন। লিপিবদ্ধটি ঠিক হয়েছে কিনা তা তাঁর মাধ্যমে যাচাই এবং তা ছাপার অনুমতি নিতে হবে। সংগৃহীত তথ্য কীভাবে ব্যবহার করা হবে, কে শুনবে তার সাক্ষ্য, তাঁর এই সাক্ষ্য প্রদানের পর তাঁর সম্ভাব্য পরিণতি কী হতে পারে, তা সাক্ষ্যদাতার সাথে আলোচনা করে নিতে হবে। প্রকাশিত কাজ তাঁকে দেখানো উচিত। সাক্ষ্যদানের পর সাক্ষ্যগ্রহণকারী কীভাবে তাঁর ফলো-আপ করবে তা নিয়েও সম্মত হওয়া উচিত। তিনি চাইলে তাঁর সম্মতি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সীমাবদ্ধ করতে পারবেন।			
৭.	**আপনি কি ধর্ষণের শিকার নারীদের যুদ্ধ পরবর্তী ও বর্তমান জীবনের অবস্থাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন?**			
৮.	**আপনি কি ভেবে দেখেছেন যে যুদ্ধকালীন ধর্ষিত নারীর কাহিনী ও ছবি তাঁদের সাক্ষ্যগ্রহণের সময় ও পরে-আমাদের কেমন ভাবে ভাষায় ও ছবিতে ব্যবহার/উপস্থাপন করা উচিত?**			
৯.	**আপনি কি গোপনীয়তা ও ছদ্মনাম, নাম প্রকাশ করার ইচ্ছা, বা ছদ্মনাম দেওয়া না দেওয়ার জটিলতা নিয়ে ভেবেছেন? আপনি কি স্পষ্টভাবে সকল সাক্ষ্যদাতাকে বেনামী থাকার অধিকার দিবেন?**			
১০.	**সাক্ষ্য গ্রহণ করার পরে আপনি কি যুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের সাথে যোগাযোগ, হৃদ্যতার সম্পর্ক রেখেছেন?**			
১১.	**আর কোনো নীতিগত বিষয় কি আপনার সাক্ষ্য প্রক্রিয়াতে প্রাধান্য পেয়েছে?**			

অধিকতর বিস্তারিত বিবরণ: উপরোক্ত কোনো প্রশ্নের সাপেক্ষে অনুগ্রহ করে বিস্তারিত বিবরণ দান করুন।

*** পৃষ্ঠা ৬ এ উলেখিত তথ্যসূত্র**

অ-কথাসাহিত্য/নন-ফিকশন:
আসাদ, এ. ১৯৯৬। একাত্তরের গণহত্যা ও নারী নির্যাতন। ঢাকা: সময়।
ইব্রাহিম, ন. ১৯৯৪, ১৯৯৫। আমি বীরাঙ্গনা বলছি। ভলিউম ১ ও ২। ঢাকা: জাগৃতি।

কথাসাহিত্য/ফিকশন:
আখতার, শ. ২০১১ তালাশ/দা সার্চ। অনুবাদ: ইলা দত্ত। নিউ দিলী: জুবান।

চলচ্চিত্র
ওরা ১১ জন. ১৯৭২। চাষী নজরুল ইসলাম।
অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী। ১৯৭২। সুভাষ দত্ত।
গেরিলা ২০১১। নাসির উদ্দীন ইউসুফ।

নাটক
হক, সৈয়দ শামসুল। ১৯৯১ (১৯৭৬). পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় ঢাকা: বিদ্যা প্রকাশ।

প্রশ্ন:

১. বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১-এর যুদ্ধে ধর্ষিত নারীদের জন্য বীরাঙ্গনা উপাধি দেওয়ার ঘোষণা কবে দেয়?
২. পৃথবীতে আর কোনো দেশ যুদ্ধে ধর্ষিত নারীদের সম্মান দিয়েছে?
৩. বাংলাদেশ সরকারের হিসাব মতে বীরাঙ্গনার সংখ্যা কত?
৪. নাইব উদ্দিন আহমেদের বীরাঙ্গনার ছবি আমরা কোথায় দেখতে পাবো?
৫. এই সচিত্র উপন্যাসে কয়জন বীরাঙ্গনার জীবন কাহিনী বলা হয়েছে?
৬. বাংলাদেশে বীরাঙ্গনাদের জন্য স্মৃতিসৌধ কোথায় নির্মিত হয়েছে/হবে?
৭. এই সচিত্র উপন্যাসে কয়টি নীতিমালা আছে? আর কোনো নীতিমালা কি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন? আমাদের ইমেইল করে জানান: ethical.testimonies.svc@durham.ac.uk

উত্তর:

১. ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৭১; ২. বাংলাদেশ ছাড়া আর কোথাও না; ৩. ২০০,০০০; ৪. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ঢাকা, বাংলাদেশ; ৫. ৬; ৬. মেহেরপুর; ৭. ১০.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: এই নীতিমালা অধ্যাপক নয়নিকা মুখার্জীর বই দ্যা স্পেক্ট্রাল উন্ড: সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স, পাবলিক মেমোরিজ অ্যান্ড দ্যা বাংলাদেশ ওয়ার অফ ১৯৭১ (২০১৫; ২০১৬) অবলম্বনে রচিত। এই নীতিমালা ও গ্রাফিক নভেল পাঁচটি কর্মশালার আলোকে প্রণীত: দুটি অনুষ্ঠিত হয় লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্সের উইমেন, পিস অ্যান্ড সিকিউরিটিতে ২০১৬ সালের অক্টোবর ও ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে; আর তিনটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় অধ্যাপক নয়নিকা মুখার্জি (নৃবিজ্ঞান বিভাগ ,ডারহাম ইউনিভার্সিটি) ও রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ (রিইব)-এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় ২০১৬ সালের নভেম্বর, ২০১৭ সালের আগস্ট, ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে। এসব কর্মশালায় নানা অংশীজন বা স্টেকহোল্ডার (যেমন, গবেষক, অধ্যাপক, সরকারি কর্মকর্তা, নীতিনির্ধারক, এনজিও প্রতিনিধি, মানবধিকার ও নারীবাদী কর্মী, সাংবাদিক, প্রামাণ্যচিত্রকার ও আলোকচিত্রী) সহযোগিতা করেন, এবং সকল অংশগ্রহণকারী অংশীজন এই নীতিমালা ও গ্রাফিক নভেলের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদার ব্যাপারে জোরালোভাবে তাদের মতামত জানান। ২০১৮ সালের আগস্টে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক নীতিমালাটি উদ্বোধন করেন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১৬ সালের নভেম্বর থেকে এই প্রকল্পের সাথে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে জড়িত রয়েছে।

নীতিমালা ও গ্রাফিক নভেল অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল্যবান পরামর্শ, মন্তব্য ও সহায়তা প্রদানের জন্য আমাদের বিশেষ ধন্যবাদ নিবেদন করছি ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা, ক্যাথরিন মাসুদ, দিনা হোসেন, ড. মার্ক ল্যাসি, সুরাইয়া বেগম, রাশিদা আক্তার, বাবুল চন্দ সূত্রধর, অধ্যাপক মির্জা তাসলিমা সুলতানা, অধ্যাপক সাঈদ ফেরদৌস, ড. জোবাইদা নাসরীন, ড. রাইহানা ফিরদাউস, আহসান হাবীব ও আনিতা দত্তকে। এসব প্রকল্পে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা এবং ডবিউপিএসের পরিচালক ড. মার্শা হেনরির উষ্ণ সহযোগিতা ছিল অমূল্য। ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, রিইব, ও লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্সের উইমেন, পিস অ্যান্ড সিকিউরিটির সব কর্মীদেরকেও জানাই কৃতজ্ঞতা; তাদের শ্রমে ও সহযোগিতায় এসব কর্মশালা ও নীতিমালা প্রণয়ন সম্ভবপর হয়েছে। সর্বোপরি, এই কর্মশালা ও গবেষণার সাথে যুক্ত মুক্তিযোদ্ধা বীরাঙ্গনাদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, যাদের অভিজ্ঞতা এই নীতিমালার ভীত রচনা করেছে। এসব কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানাই। যুক্তরাজ্য ও কমনওয়েলথের সামাজিক নৃবিজ্ঞানী সমিতি এবং আমেরিকান নৃবিজ্ঞান সমিতির নীতিমালার কোড থেকে কতিপয় ভাষা ব্যবহার করার বিষয়টি আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি। আমরা আশা করছি নীতিমালার এই সংস্করণটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আমরা প্রকাশ করতে পারবো। বর্তমান প্রকাশনাটি বিভিন্ন অংশগ্রহণকারী ও অংশীজনের মন্তব্য ও অবদানে অশেষ সমৃদ্ধ হয়েছে। তথাপি মন্ত্রণালয় চাইলে এই নীতিমালার কোনো প্রকার সংশোধনী আনতে পারে, যা বছর বছর সংযোজন করা যেতে পারে।

পরিচিতি

নয়নিকা মুখার্জী ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। তিনি দুই দশকের অধিক কাল জুড়ে একাত্তরের যুদ্ধে যৌন সহিংসতার জনস্মৃতি নিয়ে কাজ করে চলেছেন। সহিংসতা, নন্দনতত্ত্ব, ও নীতিশাস্ত্র বিষয়ে বিপুল পরিসরে তিনি লেখালেখি করেছেন। বর্তমানে তিনি যুদ্ধশিশুদের নিয়ে কাজ করছেন।

নাজমুন্নাহার কেয়া ঢাকা-ভিত্তিক একজন ফ্রিল্যান্স শিল্পী। তিনি টোকিও ইউনিভার্সিটি অব আর্টস এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ থেকে এমএফএ ডিগ্রি অর্জন করেন। এ যাবৎ তিনি বহু পুরস্কার ও ফেলোশিপ পেয়েছেন।

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ (রিইব)-এর কর্মপন্থা অংশগ্রহণমূলক কর্ম-গবেষণা বা পার্টিসিপেটরি অ্যাকশন রিসার্চের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা। এই পথে সংস্থাটি বহু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছেছে এবং সামষ্টিক আত্মানুসন্ধান, আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার, ও সক্ষমতা তৈরিকে উৎসাহিত করেছে। সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক হলেন ডক্টর মেঘনা গুহঠাকুরতা।

নোকতাআর্টস ঢাকা-ভিত্তিক একটি প্রকাশনা সংস্থা, যেটি বিশেষত দৃশ্যগত শিল্প বিষয়ক বই প্রকাশ করে থাকে।

বীরাঙ্গনা

যুদ্ধকালীন ধর্ষণের নীতিসম্মত সাক্ষ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে

www.ethical-testimonies.svc.org.uk

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পারিবারিক স্মৃতি নিয়ে লাবণ্যকে একটা স্কুলের প্রজেক্ট করতে হবে। সে তার নানুর কাছে এই নিয়ে কথা বলতে আসে দুপুর বেলা। ও নানুকে তার দুঃস্বপ্নের মধ্যে ঘুম ভাঙ্গায়। নানু যুদ্ধের এই দুঃস্বপ্ন বার বার দেখেন। ঘুম ভেঙ্গে নানু তাকে বীরাঙ্গনাদের ইতিহাস জানায়। একাত্তরের যুদ্ধে পাকিস্তানের সৈন্যরা ও স্থানীয় রাজাকাররা যেসব মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়, অত্যাচার করে, ধর্ষণ করে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাদের 'বীরাঙ্গনা' বলে সম্মান জানায়। লাবণ্যের মা হেনা তাকে কথ্য ইতিহাসের অভিজ্ঞতা জানান, যার মাধ্যমে তাঁরা বীরাঙ্গনাদের সাক্ষ্য সংগ্রহ করেছেন। সেই সাথে কথ্য ইতিহাসের নানাবিধ নৈতিক টানাপোড়নের এবং যে ভুলগুলো তিনি করেছেন তার কথা বলেন। হেনার মনে হয়: যুদ্ধে ধর্ষণের শিকার নারীদের সাক্ষ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজন একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, যা তাদের নানা ভুল-ত্রুটি, দৃঢ় নৈতিক অবস্থানের কথা মনে করিয়ে দেবে। কিন্তু এই নীতিমালার কথোপকথনের মধ্যে লুকিয়ে আছে লাবণ্যের পারিবারিক ইতিহাস ও গোপনীয় বিষয়। কী সেই গোপন থাকা কথা? এই কাহিনী আবিষ্কার করে লাবণ্যের কী অনুভূতি হয়? সে ভবিষ্যতে এই পারিবারিক ও দেশের ইতিহাসকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে?

অধ্যাপক নয়নিকা মুখার্জী প্রকাশিত স্পেক্ট্রাল উন্ড: সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স, পাবলিক মেমোরিজ অ্যান্ড দ্যা বাংলাদেশ ওয়ার অফ ১৯৭১ (২০১৫, ডিউক ইউনিভার্সিটি প্রেস; ২০১৬, জুবান)] বইয়ের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এবং রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশের (রিইব) সহযোগিতায় আমরা এই নীতিমালা ও সচিত্র কাহিনী প্রকাশ করেছি। যারা ধর্ষণের সাক্ষ্য নেবার প্রচেষ্টা করবেন (গবেষক, সরকারি কর্মকর্তা, নীতিনির্ধারক, এনজিও প্রতিনিধি, মানবধিকার ও নারীবাদী কর্মী, উকিল, লেখক, সাংবাদিক, প্রামাণ্যচিত্রকার ও আলোকচিত্রী) তারা এইগুলি ব্যবহার করতে পারেন। ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই নীতিমালা উন্মোচন করে। ইএসআরসি-র ইমপ্যাক্ট একসেলারেশন অ্যাকাউন্ট এবং ডারহাম ইউনিভার্সিটির রিসার্চ ইমপ্যাক্ট ফান্ড প্রকল্পটিতে অর্থায়ন করেছে।

এই নীতিমালা ও সচিত্র কাহিনী ইংরেজি ও বাংলায় বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েবসাইট থেকে:
www.ethical-testimonies-svc.org.uk

আরও প্রশ্নের জন্য, মন্তব্য পাঠাতে এবং গ্রাফিক উপন্যাসের মুদ্রিত কপি পেতে যোগাযোগ করুন যুক্তরাজ্যের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নয়নিকা মুখার্জীর সাথে:
ethical.testimonies.svc@durham.ac.uk

আপনি/আপনার প্রতিষ্ঠান এই নীতিমালা ও সচিত্র কাহিনী ব্যবহার করলে দয়া করে আমাদের জানাবেন।

RESEARCH INITIATIVES BANGLADESH

Durham University

E·S·R·C ECONOMIC & SOCIAL RESEARCH COUNCIL — Economic and Social Research Council, Shaping Society